মেহেরপুরে ধানের শীষের পক্ষে মিছিল ও লিফলেট বিতরণ

মেহেরপুরে পৌর যুবদলের উদ্যোগে ধানের শীষের পক্ষে মিছিল ও লিফলেট বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় শহরের পাবলিক লাইব্রেরি মোড় থেকে মিছিলটি বের হয়ে শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে কাঁথুলী রোডে গিয়ে শেষ হয়।

কর্মসূচিতে যুবদলের নেতাকর্মীরা ধানের শীষের পক্ষে স্লোগান দেন এবং আসন্ন নির্বাচনে বিএনপির প্রার্থীদের বিজয় নিশ্চিত করতে জনসাধারণকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান। মিছিল শেষে সাধারণ মানুষের হাতে লিফলেট বিতরণ করে বিএনপির নির্বাচনী প্রতীক ও দলীয় অবস্থান সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়।

পৌর যুবদলের আহ্বায়ক সমিউল ইসলাম লিজন ও সদস্য সচিব নওশেল আহমেদ রনির নেতৃত্বে মিছিলে জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক জাহিদ, যুগ্ম আহ্বায়ক সোহেল রানা, শিমুল বিশ্বাস, সুরুজ বাবু, জেলা যুবদলের সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক ইমতিয়াজ হাসান সুমন, সদস্য মফিজুল, লালন, জুয়েল রানা, সরকারি কলেজ শাখা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক তামীম এবং জেলা জাতীয়তাবাদী সাইবার দলের সভাপতি মিলন আলীসহ অন্যান্য নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবিতে দীর্ঘ সড়ক জুড়ে মানববন্ধন

মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনে বিএনপি’র দলীয় মনোনয়ন পরিবর্তন করে ও জেলা বিএনপি’র সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনকে মনোনয়ন দেওয়ার

দাবিতে গাংনীতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ সোমবার বিকেলে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের আলমপুর ব্রিজ হতে খলিশাকুন্ডি ব্রিজ পর্যন্ত মানববন্ধনে দলের নেতাকর্মী ও সমর্থকরা অংশগ্রহণ করেন।

মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন, গাংনী উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি আলফাজ উদ্দীন কালু, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আওয়াল, বিএনপি নেতা ও ধানখোলা ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আখেরুজ্জামান, গাংনী পৌর বিএনপি’র সভাপতি মকবুল হোসেন মেঘলা, সাধারণ সম্পাদক সাইদুল ইসলাম সহ দলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা।

মহেশপুরে জামায়াত প্রার্থীর সমর্থনে গণমিছিল

ঝিনাইদহের মহেশপুর উপজেলায় জামায়াত ইসলামী মনোনীত ঝিনাইদহ-৩ আসনের প্রার্থী অধ্যাপক মতিয়ার রহমানের সমর্থনে গণমিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রোববার (২৪ নভেম্বর) বিকেলে উপজেলার কাজিরবেড় ইউনিয়নের সমান্তা বাজার মসজিদ থেকে শুরু হয়ে বিল্লাল মোড় ঘুরে একই স্থানে এসে শেষ হয় মিছিলটি। মিছিল শেষে সেখানে এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশ হয়।

সমাবেশে কাজিরবেড় ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান মাওলানা আব্দুল আলী, ইউনিয়ন আমির মহিউদ্দিন, সেক্রেটারি তরিকুল ইসলাম, সহকারী সেক্রেটারি জিয়াউর রহমান, যুব বিভাগের সভাপতি ফারুক আহমেদ ও সেক্রেটারি শাহিনুজ্জামানসহ স্থানীয় নেতারা বক্তব্য দেন। বক্তারা এলাকায় শান্তি ও উন্নয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষায় আসন্ন জাতীয় নির্বাচনে দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান।

দর্শনায় বাবু খানের পক্ষে গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ

চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে দর্শনায় ধানের শীষ মার্কায় বাবু খানের পক্ষে গণসংযোগ ও বিএনপির ৩১ দফা বাস্তবায়নে লিফলেট বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল রবিবার বিকাল থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত দর্শনা পৌর এলাকার ২ নং ওয়ার্ড, দক্ষিনচাঁদপুর বাসস্ট্যান্ডে এ গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ করা হয়।

এ নির্বাচনী প্রচারণায় দর্শনা পৌর বিএনপির অন্যতম সমন্বয়ক, এনামুল হক শাহ মুকুলের নেতৃত্বে দলের নেতাকর্মীরা ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করছেন। এনামুল হক শাহ মুকুল বলেন, “চুয়াডাঙ্গা-২ আসনে জননেতা মাহমুদ হাসান খান বাবু ভাইকে ধানের শীষ প্রতীকে নির্বাচিত করলে স্বাধীনতার পরবর্তি অবহেলিত এ অঞ্চলে সামনের বাংলাদেশ গড়ে উঠবে এবং এলাকায় উন্নয়নের জোয়ার উঠবে। এই চুয়াডাঙ্গা-২ এলাকা আশপাশের জেলার মধ্যে অন্যতম উন্নত এলাকা হয়ে উঠবে। আগামী নির্বাচনে বিএনপি সরকার গঠন করলে দেশে সৃষ্টি হবে উন্নয়নের নবদিগন্ত। তাই সবাই আসুন দলে, দলে, বিএনপির পতাকা তলে।”

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দর্শনা পৌর বিএনপি সমন্বয়ক ইকবাল হোসেন, দর্শনা পৌর বিএনপি সমন্বয়ক মালেক মন্ডল এবং দর্শনা পৌর বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

দামুড়হুদায় মহিলা দলের নির্বাচনী সমাবেশ

দামুড়হুদায় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের নির্বাচনী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।গতকাল রবিবার বিকেলে উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত এ সমাবেশে কয়েক হাজার নারী কর্মী অংশগ্রহণ করেন।

জাতীয়তাবাদী মহিলা দল দামুড়হুদা উপজেলা শাখার আয়োজনে সমাবেশে চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী মাহমুদ হাসান খান প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন।

দামুড়হুদা উপজেলা মহিলা দলের সভানেত্রী ছালমা জাহান পারুলের সভাপতিত্বে নির্বাচনী মহিলা সমাবেশে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক খালিদ মাহমুদ মিল্টন, চুয়াডাঙ্গা জেলা মহিলা দলের সভানেত্রী রওফুল নাহার রীনা, সহ-সভাপতি শেফালি খাতুন, দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির সভাপতি মো. মনিরুজ্জামান মনির এবং সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হাসান তনু।

মহিলা সমাবেশে প্রধান অতিথি বলেন, “বিএনপির রাষ্ট্রকাঠামো মেরামতের ৩১ দফার মধ্যে নারীর উন্নয়ন ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। দেশের মূল জনগোষ্ঠীর অর্ধেক নারীসমাজ যাতে পিছিয়ে না পড়ে, সেজন্য দেশনায়ক তারেক রহমান ৩১ দফা প্রণয়ন করেছেন। বিএনপি রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পেলে নারীদের মাধ্যমে পরিবারের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা হবে।”

তিনি বলেন, “আগামী নির্বাচনে ভোট দেওয়ার মাধ্যমে বিএনপি কাউকে বেহেশতের টিকিট দিতে পারবে না; তবে জীবনমান উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারবে। তাছাড়া চুয়াডাঙ্গার উন্নয়নে যা যা করণীয়, বিএনপি তা-ও নিশ্চিত করবে।”

মেহেরপুর-১ আসনে যদি কোনো এক্সিডেন্ট হয়, সেটা এই মনোনয়নের কারণেই হবে

জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. কামরুল হাসান বলেছেন, আমাদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের কাছে আমরা আকুল আবেদন করতে চাই মেহেরপুরে জেলা বিএনপির প্রতিটা মানুষের কাছে আপনার গোয়েন্দা টিম পাঠান। মেহেরপুরের জেলা বিএনপিকে যারা ভালোবাসে, তাদের কাছে আপনারা গোয়েন্দা টিম পাঠান কাকে দিয়ে মেহেরপুর-১ আসন

বের করে নিয়ে আসা সম্ভব। মেহেরপুর-১ আসনে যদি কোনো এক্সিডেন্ট হয়, সেটা এই মনোনয়নের কারণেই হবে আমি মনে করি।

মেহেরপুর-১ আসনের দলীয় মনোনয়ন পুনঃবিবেচনার দাবিতে রবিবার বিকেলে শহীদ শামসুজ্জোহা পার্কে বিশাল গণজমায়েত অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই গণজমায়েতে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি।

তিনি আরও বলেন, আমরা জেলা বিএনপি যে নির্দেশ দিব, সে নির্দেশ অনুযায়ী আপনারা কাজ করবেন। আমরা চাই যাকে মনোনয়ন দেওয়া হোক সমস্ত ওয়ার্ডে, সমস্ত ইউনিয়নের জেলা বিএনপি, থানা বিএনপি, পৌর বিএনপি সমস্ত জায়গায় জেলা বিএনপির অফিস আছে। সে সকল অফিস থেকে আমরা ধানের শীষের কান্ডারি নিয়ে নির্বাচন করব। ওয়ার্ড কমিটি করেছি আমরা ভোটের মাধ্যমে, ইউনিয়ন কমিটি করেছি ভোটের মাধ্যমে, পৌর কমিটি করেছি ভোটের মাধ্যমে, জেলা কমিটি করেছি ভোটের মাধ্যমে। আমরা কোনো জায়গায় কোনো কারচুপি করিনি। আমরা সমস্ত জায়গায় জনগণের মতামতের ভিত্তিতে কমিটি করেছি।

জেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি ইলিয়াস হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত গণজমায়েতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদ, জেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি আনসার উল হক, হাফিজুর রহমান হাফি, মীর গোলাম ফারুক, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক রোমানা আহমেদ, ওমর ফারুক লিটন, সাবেক সদস্য জাকির হোসেন, সাবেক আইন বিষয়ক সম্পাদক অ্যাডভোকেট আবু সালেহ নাসিম, পৌর বিএনপির সভাপতি আব্দুল লতিফ বিশ্বাসসহ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের শীর্ষ নেতৃবৃন্দ।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে আমিরুল ইসলাম বলেন, আমরা আশা করেছিলাম আমাদের কমিটির মধ্যে থেকে যোগ্য কাউকে মনোনয়ন দেওয়া হবে। হঠাৎ করে সম্ভবত প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হয়েছে। হতাশার কিছু নেই আপনাকে অপেক্ষা করতে বলেছিলাম ডিসেম্বরের ১৫ তারিখ পর্যন্ত। আপনি অপেক্ষা করেছেন। আপনারা আরও কয়েকদিন অপেক্ষা করুন। আমরা আশাবাদী আজকের শামসুজ্জোহা পার্কে উপস্থিত মানুষের ভাবনা, উপস্থিত বিএনপি মানুষের ভাবনা আপনারা যা চাচ্ছেন, আমাদের সকলের নেতা তারেক রহমান সেটা বুঝতে পারবেন। আমরা আশা করছি অচিরেই একটা ভালো খবর আপনারা পাবেন।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে জাকির হোসেন বলেন, সেই বিতর্কিত মাসুদ

অরুণকে প্রাথমিকভাবে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। মেহেরপুর জেলা কমিটি, মেহেরপুর ওয়ার্ড কমিটি, মেহেরপুর-১ আসন এই মনোনয়ন মানে না। তাই হাই কমিটিকে অনুরোধ জানাই অবিলম্বে মেহেরপুর-১ আসনের এই প্রাথমিক মনোনয়ন যাকে দিয়েছেন পুনঃবিবেচনা করুন। পুনঃবিবেচনা করতে হবে। এই শামসুজ্জোহা পার্কের সমস্ত মানুষের একটাই দাবি মেহেরপুর-১ এর মনোনয়ন পুনঃবিবেচনা করতে হবে।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন জেলা বিএনপির সাবেক সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক কাজী মিজান মেনন।

গণজমায়েতে নেতাকর্মীরা একবাক্যে মনোনয়ন পুনঃবিবেচনার দাবি জানান এবং আগামী নির্বাচনে দলের বিজয় নিশ্চিত করতে ঐক্যবদ্ধ থাকার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

বিএনপি বেহেশতের টিকিট দিতে পারবে না

চুয়াডাঙ্গা-২ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী ও বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ) সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বাবু বলেছেন, বিএনপি বেহেশতের টিকিট দিতে পারবে না। তাই আমরা এ ধরনের প্রতিশ্রুতি দিতে পারবো না। তবে আমরা এলাকার উন্নয়নের বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দিতে পারি।

গতকাল শনিবার বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে চুয়াডাঙ্গা উপজেলার জীবননগর ইউনিয়নের মনোহরপুরে একাধিক পথসভায় তিনি এই মন্তব্য করেন।

চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সভাপতি বলেন, আমরা বিএনপির পক্ষ থেকে সেই কথাগুলো বলি যা বাস্তবায়নযোগ্য। যা সম্ভব নয়, বা অসম্ভব, সেটা আমরা বলি না। আমরা কৃষির উন্নয়নের কথা বলি, শিক্ষার উন্নয়নের কথা বলি, তরুণ প্রজন্মের বেকারত্ব কমানো এবং দেশকে এগিয়ে নেওয়ার কথাই বলি।

তিনি আরও বলেন, বিগত ১৭ বছরের আন্দোলন-সংগ্রামে জাতীয়তাবাদী

দলের নেতা-কর্মীরা সবচেয়ে বেশি নির্যাতিত হয়েছেন। হামলা, মামলা, গুম এবং বিভিন্ন প্রলোভনের কারণে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন বিএনপির নেতা-কর্মীরা। তার চেয়েও বেশি ক্ষতি হয়েছে দেশের গণতন্ত্র ও সাধারণ মানুষের।

মাহমুদ হাসান খান বাবু বলেন, ভোটের মাধ্যমে যেটা নির্ধারিত হবে, তা হলো আগামী দিনে দেশের উন্নয়ন কী হবে। আর বেহেশতে যাওয়া, জান্নাতে যাওয়া এটা ব্যক্তিগত কর্ম। কেউ যদি কোরআন শরীফের আড়ালে ছোট ছোট প্রলোভন দেখিয়ে ভোট প্রভাবিত করার চেষ্টা করে, তবে জনগণ বুঝবে।

পথসভায় উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক খালিদ মাহমুদ মিল্টন, জীবননগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আনোয়ার হোসেন খান খোকন, সাবেক সভাপতি আক্তারুজ্জামান, সাংগঠনিক সম্পাদক আলতাফ হোসেন, জীবননগর উপজেলা ছাত্রদলের সদস্য সচিব রিমন, মনোহরপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক এবং ইউনিয়ন বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের অন্যান্য নেতা-কর্মী।

আলমডাঙ্গায় গণ-অধিকার পরিষদের এমপি মনোনীত প্রার্থীর গণসংযোগ

আলমডাঙ্গায় জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রস্তুতি হিসেবে গণ-অধিকার পরিষদের এমপি মনোনীত প্রার্থী এ্যাডভোকেট হাবিবুর রহমান গণসংযোগ করছেন।

গতকাল শনিবার আলমডাঙ্গা উপজেলার কুমারী ইউনিয়নে, নুরুল হক নূরের নেতৃত্বে গণ-অধিকার পরিষদের চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের ট্রাক মার্কার মনোনীত প্রার্থী এ্যাডভোকেট হাবিবুর রহমান জনগণের উদ্দেশ্যে বলেন, নির্বাচনের আগে কোন প্রকার হাঙ্গামা বা বিশৃঙ্খলা করা যাবে না। গ্রামের অর্ধশিক্ষিত সাধারণ মানুষকে ধর্মের দোহাই দিয়ে, ধর্মকে ব্যবহার করে ক্ষমতায় যাওয়ার রাজনীতি করা যাবে না।

গণসংযোগের সময় উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা গণ-অধিকার পরিষদের সদস্য সচিব ইবনুর রশিদ মাসুক,

যুগ্ম আহ্বায়ক মুজিবুল মেম্বার, যুব অধিকার পরিষদের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হাসান হিরন, আলমডাঙ্গা যুব অধিকার পরিষদের প্রস্তাবিত সদস্য সচিব আব্দুল মমিন,

এছাড়াও আরও অনেক নেতা-কর্মী উপস্থিত ছিলেন।

সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষে প্রার্থী কুমারী ও হারদি বাজারে গণসংযোগ করেন এবং উপস্থিত মানুষের সাথে কুশল বিনিময় ও দোয়া প্রার্থনা করেন।

দর্শনায় বাবু খানের পক্ষে গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ

চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে দর্শনায় ধানের শীষ প্রতীকে বাবু খানের পক্ষে গণসংযোগ ও বিএনপির ৩১ দফা বাস্তবায়নে লিফলেট বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শনিবার বিকেল সাড়ে ৪টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত দর্শনা পৌরসভার ৪নং ওয়ার্ডের শান্তিপাড়া এলাকায় এ গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ করা হয়।

এ নির্বাচনী প্রচারণায় দর্শনা পৌর বিএনপির অন্যতম সমন্বয়ক আলহাজ্ মোঃ মশিউর রহমানের নেতৃত্বে নেতাকর্মীরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করছেন।

গণসংযোগকালে মশিউর রহমান বলেন, চুয়াডাঙ্গা-২ আসনে জননেতা মাহমুদ হাসান খান বাবু ভাইকে ধানের শীষ প্রতীকে নির্বাচিত করতে পারলে স্বাধীনতার পরবর্তী অবহেলিত এ অঞ্চলে শুরু হবে উন্নয়নের জোয়ার। চুয়াডাঙ্গা-২ এলাকা হয়ে উঠবে আশপাশের জেলার মধ্যে অন্যতম উন্নত এলাকা। আগামী নির্বাচনে বিএনপি সরকার গঠন করলে দেশে সূচিত হবে উন্নয়নের নতুন দিগন্ত। তাই সবাই আসুন, বিএনপির পতাকার নিচে

ঐক্যবদ্ধ হই।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন দর্শনা পৌর বিএনপির সমন্বয় কমিটির সদস্য মাহবুবুল ইসলাম খোকন, রেজাউল ইসলাম; বিএনপি নেতা হাবিবুল্লাহ বিশ্বাস, দর্শনা থানা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক মোর্শেদুর রহমান লিংকন, মোস্তাফিজুর রহমান মোহন, আল মুকিত, যুবদল নেতা মোমিনুল ইসলাম, সাব্বির রহমান, দর্শনা পৌর ছাত্রদলের আহ্বায়ক আফরাত হোসেন;

দর্শনা সরকারি কলেজ ছাত্রদলের সদস্যসচিব পলাশ আহমেদ, যুগ্ম আহ্বায়ক মোফাজ্জেল হোসেন মোফা, দর্শনা ডিএস মাদরাসা ছাত্রদলের সভাপতি খন্দকার শাহাব উদ্দিন, ছাত্রদল নেতা আকাশ, ফয়সালসহ অন্যান্য নেতাকর্মী।

অন্যদিকে, দশর্না পুরাতন বাজার থেকে দশর্না পৌর বিএনপির সিনিয়র সহসভাপতি ও প্রধান সমন্বয়ক হাবিবুর রহমান বুলেট এবং মোমিনুলের নেতৃত্বে একটি টিম শহরের অলিগলি ঘুরে ভোট প্রার্থনা করেছেন। এ সময় তারা মাহমুদ হাসান খান বাবুর ছবি এবং ধানের শীষ প্রতীকের লিফলেট বিতরণ করেন।

গাংনীতে মনোনয়ন পুনর্বিবেচনার দাবিতে দীর্ঘ ২৩ কিলোমিটার মানববন্ধন

মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের মনোনয়ন পুনর্বিবেচনার দাবিতে দীর্ঘ ২৩ কিলোমিটারজুড়ে হাজার হাজার মানুষের অংশগ্রহণে মানববন্ধনের মাধ্যমে ইতিহাস সৃষ্টি করলেন মনোনয়ন বঞ্চিত জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনের সমর্থকরা।

মেহেরপুর-কুষ্টিয়া মহাসড়কের শেষ সীমানা খলিশাকুন্ডি নামক স্থান থেকে শুরু হয়ে আলমপুর বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত এ মানববন্ধনে অংশ নেন হাজার হাজার বিএনপির নেতাকর্মী। নেতাকর্মীরা বলেন, বাংলাদেশে এ

ধরনের ব্যতিক্রমী ও দীর্ঘ মানববন্ধন এই প্রথম এটি ইতিহাস হয়ে থাকবে।

উপজেলা বিএনপি ও পৌর বিএনপিসহ স্থানীয় নেতাকর্মীদের নেতৃত্বে গতকাল শনিবার বিকেল ৩টায় মানববন্ধনটি অনুষ্ঠিত হয়। ব্যতিক্রমী এ মানববন্ধন গাংনী উপজেলাজুড়ে ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছে।

মানববন্ধনে অংশ নেওয়া নেতাকর্মীরা দাবি করেন, মেহেরপুর-২ গাংনী আসনে অযোগ্য নেতাকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে যিনি দীর্ঘ ১৭ বছর বিএনপির কোনো কর্মসূচিতে ছিলেন না, মিথ্যা মামলার শিকার নেতাকর্মীদের খোঁজখবর রাখেননি। তাই এ মনোনয়ন বাতিল করে ত্যাগী, নির্যাতিত, নেতাকর্মী-বন্ধু জনপ্রিয় নেতা জাভেদ মাসুদ মিল্টনকে মনোনয়ন দিতে হবে। তাদের দাবি, মনোনয়ন পুনর্বিবেচনা না করা পর্যন্ত আন্দোলন অব্যাহত থাকবে।

উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আউয়াল বলেন, স্বাধীনতার পর থেকে দীর্ঘ ২৫ কিলোমিটারজুড়ে এত বড় মানববন্ধন বাংলাদেশে কোনো নেতাই করতে পারেননি। এই মানববন্ধন বাংলাদেশের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

তিনি আরো বলেন, মেহেরপুর-২ গাংনী আসনে মনোনীত প্রার্থী দীর্ঘ ১৭ বছর হামলা-মামলার শিকার নেতাকর্মীদের খোঁজখবর রাখেননি, দলীয় কোনো কর্মসূচিতেও অংশ নেননি। অথচ জনপ্রিয়তা ও ত্যাগের দিক থেকে জাভেদ মাসুদ মিল্টনই যোগ্য নেতা। দ্রুত মনোনয়ন পুনর্বিবেচনা করে তাকে মনোনয়ন দেওয়ার দাবি জানান তিনি।

পৌর বিএনপির সভাপতি মকবুল হোসেন মেঘলা বলেন, জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে একাধিকবার কারাবন্দি হয়েছেন। তাকে বাদ দিয়ে অযোগ্য নেতাকে মনোনয়ন দেওয়া অগ্রহণযোগ্য। অবিলম্বে মনোনয়ন বাতিল করে জনপ্রিয় নেতা মিল্টনকে দলীয় মনোনয়ন দিতে হবে।

উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দাল হক বলেন, অসহায়, দিনমজুর, খেটে খাওয়া মানুষের নেতা জাভেদ মাসুদ মিল্টন দীর্ঘ ১৭ বছর রাজপথে থেকে আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছেন। সেই ত্যাগী নেতাকে বাদ দিয়ে অযোগ্য নেতাকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। দ্রুত মনোনয়ন পুনর্বিবেচনা করতে হবে।

তিনি আরও বলেন, আমার জীবনে এই প্রথম এত বড় মানববন্ধন দেখলাম।

মনোনয়ন বঞ্চিত হওয়ার পরও হাজার হাজার মানুষের ঢল নামে মিল্টনের পক্ষে এটাই প্রমাণ করে কে গাংনীর যোগ্য নেতা।

উপজেলা বিএনপির সভাপতি আলফাজ উদ্দিন কালু বলেন, দলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ধৈর্য ধরুন। বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া ও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান যাকে সঠিক মনে করবেন তাকেই মনোনয়ন দেবেন। ধানের শীষের পক্ষে এবং ৩১ দফা বাস্তবায়নে ঐক্যবদ্ধ থাকুন।

উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি রেজাউল হক বলেন, এই মানববন্ধন গাংনীর ইতিহাস হয়ে থাকবে। তারেক রহমানের ৩১ দফা ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে হবে। ধানের শীষকে বিপুল ভোটে বিজয়ী করতে হবে। মিল্টনকে ভালোবেসে আজ আপনারা যেভাবে রাস্তায় নেমেছেন তা কখনো ভুলবার নয়।

মানববন্ধনে আরও উপস্থিত ছিলেন সাবেক উপজেলা ও পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাইদুল ইসলাম, উপজেলা বিএনপির নেত্রী ফরিদা পারভীন, পৌর বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক অ্যাড. সুমন, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য সচিব হারুন অর রশিদ বাচ্চু,

উপজেলা কৃষক দলের সভাপতি আমিনুল বারী মোতালেব, জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক কাউছার আলী, জেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক সাজেদুল ইসলাম বিপ্লব এবং উপজেলা ও ইউনিয়ন বিএনপির হাজার হাজার নেতাকর্মী।